Political Science (Generic Elective – 4th Semester)

GE-4: United Nations and Global Conflicts

Topic no. 1 (d) - United Nations Peace Keeping, Peace Making and Enforcement, Peace Building and Responsibility to Protect

By- Shyamashree Roy, Assistant Professor , Dept. of Political Science.

ইউনাইটেড নেশনস শান্তিরক্ষা, পিস মেকিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট, পিস বিল্ডিং এবং রক্ষার দায়বদ্ধতা

জাতিসংঘের সনদে ‘শান্তিরক্ষা’ শব্দটি পাওয়া যায় না। তবুও, উপর কয়েক বছর ধরে, শান্তিরক্ষীকরণটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উপায়ে পরিণত হয়েছে যেভাবে জাতিসংঘ করেছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য তার দায়িত্ব পালন করেছে।

১৯৪৮ থেকে ২০০৯ এর মধ্যে, জাতিসংঘ 63৩ টি শান্তিরক্ষী অভিযান পরিচালনা করেছিল। ২০০৯ সালে, তাদের মধ্যে ১ জন সক্রিয় ছিলেন, এতে ৮০,০০০ সেনা, প্রায় ১১,০০০ ইউনিফর্মযুক্ত পুলিশ এবং প্রায় ২,৩০০ সামরিক পর্যবেক্ষক জড়িত ছিল,১১7 টি দেশ থেকে প্রাপ্ত এছাড়াও, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানগুলি প্রায় 6,000 আন্তর্জাতিক বেসামরিক কর্মী, 13,000 স্থানীয় বেসামরিক দ্বারা সমর্থিত ছিল

কর্মী এবং 2,000 স্বেচ্ছাসেবক কর্মী। 2008-2009 সময়কালে জাতিসংঘের জন্য বাজেট শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ছিল প্রায় $1 7.1 বিলিয়ন।

ধ্রুপদী বা ‘প্রথম প্রজন্ম’ ইউএন শান্তিরক্ষা প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত যুদ্ধবিরতি হওয়ার পরে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি জাতিসংঘের বাহিনী একটি বিরোধে দাঁড় করায় বাস্তবায়িত। 1948 সালে, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা যুদ্ধের পরে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহার করা হয়েছিল প্রথম আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধ এবং পরের বছর জাতিসংঘের একটি সামরিক পর্যবেক্ষক দল ছিল বৃহত আকারে কাশ্মীর অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান বিভাগের পরে যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। একটি হিসাবে কাজ করতে 6,000-শক্তিশালী বহুজাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনীকে প্রেরণ করা 1956 সালের সুয়েজ সঙ্কটের পরে ইস্রায়েল এবং মিশরের মধ্যে শারীরিক বাধা অঞ্চল থেকে ইউকে এবং ফরাসি বাহিনী প্রত্যাহারের সুবিধার্থে প্রায়শই হয় ‘প্রথম প্রজন্মের’ শান্তিরক্ষার প্রোটোটাইপ হিসাবে দেখা।

‘নীল হেলমেট’Blue helmets কেবল আয়োজক দেশগুলির চুক্তিতেই রয়ে গেল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল গভীরতর সমাধানের চেয়ে ভবিষ্যতের শত্রুতাগুলির বিরুদ্ধে একটি সরবরাহ করুনবিরোধের উত্স বা স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রয়োগ করে একটি প্রসঙ্গে

পূর্ব-পশ্চিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নিরপেক্ষতা এবং নিরপেক্ষতা, পর্যবেক্ষণের উপর কঠোর নির্ভরতা সংঘাত-পরবর্তী পরিস্থিতিগুলি তাদের প্রভাবিত করার পরিবর্তে একমাত্র হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল শান্তি বজায় রাখতে জাতিসংঘ অবদান রাখতে পারে।

যাইহোক, শান্তিরক্ষার জন্য তিহ্যগত পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে শীতকালীন যুদ্ধের পরে বিশেষত জাতিসংঘের সংখ্যা হিসাবে অস্থিতিশীল শান্তিরক্ষী অপারেশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি উভয় সম্পর্কে এসেছিল নাগরিক কলহের উত্থান এবং বিভিন্ন ধরণের মানবিক সঙ্কটের ফলস্বরূপ, একটি পরিণতি, অংশে, হ্রাস পরাশক্তি প্রভাব অনুমোদিত যে সত্য জাতিগত এবং অন্যান্য বিভাগগুলি উপরিভাগে ওঠার জন্য, এবং একটি নতুন-সন্ধান করা সর্বসম্মত হস্তক্ষেপের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট যে সুরক্ষা কাউন্সিল তৈরি করেছে কম নাই গুরুত্বপূর্ণভাবে, শান্তিরক্ষার কাজটি আরও জটিল ও জটিল হয়ে ওঠার কারণে সহিংস সংঘাতের পরিবর্তিত প্রকৃতি আন্তঃসত্তা যুদ্ধ যত ঘন ঘন হয়ে ওঠে এবং গৃহযুদ্ধ আরও সাধারণ হয়ে ওঠে, আরও দ্বন্দ্ব জাতিগত সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং স্থানীয় আর্থ-সামাজিক বিভাজন। এটি প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৯০ এর দশকের পর থেকে দুটি ঘটনায়। প্রথমত, শান্তিরক্ষীরা যেমন ছিলেন ক্রমবর্ধমান সংঘাতের অঞ্চলগুলিতে প্রেরণ করা হচ্ছে যেখানে সহিংসতা একটি ছিল চলমান হুমকি, যদি বাস্তবতা না হয় তবে 'শক্তিশালী' শান্তির উপর আরও বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল- পালন, কখনও কখনও শান্তি প্রয়োগকারী হিসাবে চিত্রিত। দ্বিতীয়ত, সংঘাত পরিস্থিতি হিসাবে-

টিউন আরও জটিল হয়ে ওঠে, সময়ের সাথে সাথে একটি স্বীকৃতিও পাওয়া যায় যে ডিজাইনটি এবং শান্তিরক্ষী অভিযানের কেন্দ্রবিন্দু রাখতে হবে। এটি বাস্তবায়নের পাশাপাশি 'বহুমাত্রিক' শান্তিরক্ষীকরণের সূত্রপাত করেছিল একটি ব্যাপক শান্তি চুক্তি, মানবিকতা অর্জনের জন্য শক্তি ব্যবহার শেষ, জরুরি ত্রাণের বিধান এবং রাজনৈতিক পুনর্গঠনের দিকে পদক্ষেপগুলি-রাজনৈতিক। অতএব জোর শান্তিরক্ষা থেকে শান্তি-ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

শীতল যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বহুমাত্রিক শান্তিরক্ষা কতটা সফল হয়েছে?

ইউএন শান্তিরক্ষা কার্যকর এবং ব্যয়বহুল উভয়ই ছিল যখন সংঘর্ষের ব্যয় এবং জীবন ও অর্থনৈতিক ক্ষতি সম্পর্কে ব্যয় - (কলিয়ার এবং হফলার, 2004)। 2007 সালে Rand কর্পোরেশনের একটি গবেষণা যা জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন আটটি শান্তিরক্ষী অভিযান বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করেছে যে এর মধ্যে সাতটি তারা শান্তি বজায় রাখতে সফল হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ছয় জন প্রচারে সহায়তা করেছিল

গণতন্ত্র (ডবিনস 2007) এই ক্ষেত্রে কঙ্গো, কম্বোডিয়া,নামিবিয়া, মোজাম্বিক, এল সালভাদোর, পূর্ব তিমুর, পূর্ব স্লাভোনিয়া এবং সিয়েরা লিওন। তবে, বেশ কয়েকটি শান্তিরক্ষী ব্যর্থতা রয়েছে, উল্লেখযোগ্যভাবে রুয়ান্ডা, সোমালিয়া এবং বসনিয়া। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা দর্শকদের চেয়ে কিছুটা বেশি ছিলেন ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডায় গণহত্যা বধের সময়। ইউএন-সমর্থিত মার্কিন হস্তক্ষেপ ১৯৯৫ সালে সোমালিয়ার যুদ্ধবাজ সংঘাতের সাথে অবমাননা ও প্রত্যাহারের নেতৃত্ব দেয় অব্যাহত অবিরত। 1995 সালে বসনিয়ান-সার্ব সামরিক বাহিনী সবচেয়ে খারাপ পরিচালনা করেছিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে গণহত্যার ঘটনাটি ছিল স্রেব্রেনিকার 'নিরাপদ অঞ্চল', যা ছিল ডাচ শান্তিরক্ষীদের জাতিসংঘের একটি ব্যাটালিয়ন সুরক্ষার অধীনে ছিল। অনেকের আছে এজাতীয় স্থানগুলিতে অভাবের হস্তক্ষেপের প্রমাণ হিসাবে এই জাতীয় ঘটনাগুলি দেখেছে নাগরিক শৃঙ্খলা এবং বৈধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। অন্যরা, তবুও, যে যুক্তি তারা জাতিসংঘের ব্যবস্থায় ত্রুটি ও ব্যর্থতা তুলে ধরেছে। মাটিতে ব্যর্থতা একটি পরিষ্কার মিশনের অভাব এবং বিশেষত গুরুতর ফাঁকগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে হস্তক্ষেপের আদেশ এবং শান্তিরক্ষীদের মোকাবেলা করা সুরক্ষা চ্যালেঞ্জগুলি,শান্তিরক্ষী বাহিনীর বিভিন্ন গুণমান এবং একটি বিভ্রান্ত কমান্ড,এবং ব্যবহারের প্রতি অনীহা প্রতিফলিত করে, 'উপস্থিতি দ্বারা প্রতিরোধের' উপর একটি সাধারণ নির্ভরতা নিরপেক্ষ ও অপরাধমূলকভাবে যারা শক্তি ব্যবহার করে তাদের শান্তিতে ভঙ্গকারীদের মুখে বল প্রয়োগ করুন।

তবে জাতিসংঘের পাঠ শিখেছে বলেও প্রমাণ রয়েছে। সেইথেকে ১৯৯২ সালের জাতিসংঘের প্রতিবেদন, আনস এজেন্সি ফর পিস(An agenda For Peace) নামে একটি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে একা শান্তিরক্ষা যথেষ্ট নয়। ক্রমবর্ধমান শান্তি-গঠনের উপর জোর কাঠামো সনাক্ত এবং সমর্থন করার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে যা পুনরায় সংক্রমণ এড়াতে যাতে শান্তিকে শক্তিশালী ও দৃ্ করতে থাকে দ্বন্দ্ব, 'ইতিবাচক' শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। যদিও সামরিক বাহিনী রয়ে গেছে বেশিরভাগ শান্তিরক্ষী অভিযানের পিছনে, এখন শান্তিরক্ষার অনেক মুখ প্রশাসক এবং অর্থনীতিবিদ, পুলিশ অফিসার এবং আইন বিশেষজ্ঞ, ডি-

খনি এবং নির্বাচনী পর্যবেক্ষক এবং মানবাধিকার নিরীক্ষক এবং বিশেষজ্ঞরা নাগরিক বিষয় এবং প্রশাসন।

2005 সালে, জাতিসংঘের পিসি বিল্ডিং কমিশন Peacebuilding Commission ছিল জেনারেল অ্যাসেমব্লির একটি উপদেষ্টা সহায়ক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং নিরাপত্তা পরিষদ. এর উদ্দেশ্য উদীয়মান দেশগুলিতে শান্তির প্রচেষ্টা সমর্থন করা সংঘাত থেকে, সমস্ত প্রাসঙ্গিক অভিনেতা (আন্তর্জাতিক সহ) একত্রিত করে দাতা, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সরকার এবং সৈন্যদাতা-অবদানকারী দেশগুলি), মার্শালিং রিসোর্স এবং পরামর্শ দেওয়া এবং বিরোধ-পরবর্তী শান্তি-পুনর্নির্মাণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য সমন্বিত কৌশলগুলির প্রস্তাব যদিও, পরামর্শদাতা হয়েও, পিস বিল্ডিং কমিশন খুব কম সাফল্য অর্জন করতে পারে নিজস্ব প্রচেষ্টা দ্বারা, শান্তি-গঠনের জন্য জাতিসংঘের মধ্যে আরও বেশি জোর দেওয়া শাস্ত্রীয় শান্তিরক্ষা কার্যকরভাবে অপ্রচলিত এবং যে শান্তির প্রয়োগ সর্বদা কঠিন এবং কেবলমাত্র নির্দিষ্ট শর্তে সম্ভব হতে পারে। Peace-যদিও বিল্ডিং হ'ল একটি সর্বজনীন অনুশীলন যা জাতিসংঘের 'শক্ত' এবং 'নরম' পক্ষকে বিভক্ত করে তোলে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে শান্তি ও সুরক্ষা প্রচারের সাথে সম্পর্কিত এটি উদ্বেগ

Chapter VI and Chapter VII mission types

VI ষ্ঠ অধ্যায় মিশনগুলি সম্মতি ভিত্তিক, সুতরাং তাদের পরিচালনা করতে জড়িত যুদ্ধবাজ দলগুলির সম্মতি প্রয়োজন। তারা যদি এই সম্মতিটি হারাতে পারে তবে শান্তিরক্ষীরা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে। বিপরীতে অষ্টম অধ্যায় মিশনগুলির সম্মতি প্রয়োজন হয় না, যদিও তাদের

এটি থাকতে পারে। যদি কোনও পর্যায়ে সম্মতি হারিয়ে যায় তবে অষ্টম অধ্যায়টির মিশনগুলি প্রত্যাহারের প্রয়োজন হবে না।

1. ***Observation Missions***-পর্যবেক্ষণ মিশনসমূহ যা সামরিক বা বেসামরিক পর্যবেক্ষকদের সংক্ষিপ্ত গোষ্ঠী সমন্বয়ে যুদ্ধবিরতি, সৈন্য প্রত্যাহার, বা যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে বর্ণিত অন্যান্য শর্তাদি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এগুলি সাধারণত নিরস্ত্র অবস্থায় থাকে এবং প্রধানত যা ঘটে চলেছে তা পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন করার কাজ দেওয়া হয়। সুতরাং, হস্তক্ষেপের সামর্থ্য বা হস্তান্তর তাদের নেই, উভয় পক্ষই চুক্তির উপর পুনর্নবীকরণ করা উচিত। 1991 সালে অ্যাঙ্গোলাতে ইউএনএভিএম UNAVEM II এবং পশ্চিম সাহারায় মিনুরসও MINURSA পর্যবেক্ষণ মিশনের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে।

২. ***Interpositional Missions***-আন্তঃব্যবস্থাপনা মিশনগুলি, যা সনাতন শান্তিরক্ষা হিসাবেও পরিচিত, হালকা সশস্ত্র বাহিনীর বৃহত্তর দল, যুদ্ধবিরোধী লড়াইয়ের পরে লড়াইবাদী দলগুলির মধ্যে বাফার হিসাবে কাজ করার জন্য। সুতরাং, তারা উভয় পক্ষের মধ্যে বাফার জোন হিসাবে পরিবেশন করে এবং প্রদত্ত যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত পরামিতিগুলির বিষয়ে উভয় পক্ষের সম্মতি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন করতে পারে। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯৯৪ সালে অ্যাঙ্গোলাতে ইউএনএভেম তৃতীয় এবং 1996 সালে গুয়াতেমালায় মিনুগুএ MINUGUA

৩. ***Multidimensional Missions***-বহু-মাত্রিক মিশন সামরিক ও পুলিশ কর্মীরা পরিচালনা করে যা তারা দৃust◌্ এবং বিস্তৃত জনবসতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। তারা কেবল পর্যবেক্ষক বা একটি অন্তর্বর্তী ভূমিকাতে কাজ করে না, তারা আরও বহুমাত্রিক কাজগুলিতে অংশ নেয়। যেমন নির্বাচনী তদারকি, পুলিশ এবং সুরক্ষা বাহিনী সংস্কার, প্রতিষ্ঠান গঠন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আরও অনেক কিছু। উদাহরণগুলির মধ্যে নামিবিয়ায় UNTAG

8) ***Peace enforcement Missions***-শান্তি প্রয়োগকারী মিশনগুলি অধ্যায় সপ্তম মিশন এবং পূর্ববর্তী Chapter ষষ্ঠ অধ্যায় মিশনের বিপরীতে, তারা যুদ্ধকারী পক্ষগুলির সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এটি বেসামরিক এবং সামরিক উভয় কর্মী সমন্বিত বহুমাত্রিক অপারেশন। সামরিক বাহিনী আকারে যথেষ্ট এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মানদণ্ডে মোটামুটি সুসজ্জিত। তাদের কেবলমাত্র আত্মরক্ষার বাইরেও প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে পশ্চিম আফ্রিকার ECOMOG এবং UNAMSIL এবং ১৯৯৯ সালে সিয়েরা লিওনের পাশাপাশি বসনিয়াতে NATO অভিযান – IFOR এবং SFOR

শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নেওয়া দেশসমূহ

জাতিসংঘের সনদটি জারি করেছে যে বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখতে সহায়তা করার জন্য, জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রের উচিত সুরক্ষা কাউন্সিলকে প্রয়োজনীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং সুযোগ-সুবিধা উপলব্ধ করা উচিত। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রায় ১৩০ টি দেশ শান্তি অভিযানে সামরিক ও বেসামরিক পুলিশ সদস্যদের অবদান রেখেছে। ১৯৪৮ সাল থেকে শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকারী সকল কর্মীর বিশদ রেকর্ড পাওয়া না গেলেও, অনুমান করা হয় যে গত ৫ বছরে দশ মিলিয়ন সেনা, পুলিশ অফিসার এবং বেসামরিক নাগরিকরা জাতিসংঘের পতাকার অধীনে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৮

সালের মার্চ অবধি ১১৩ টি দেশ মোট ৮৮,৮62২ সামরিক পর্যবেক্ষক, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীকে অবদান রেখেছিল। প্রচুর অবদানকারীদের সত্ত্বেও, সবচেয়ে বড় বোঝা বিকাশকারী দেশগুলির একটি মূল গোষ্ঠী বহন করে চলেছে। মে, ২০১ 2017 পর্যন্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানে দেশকে অবদান রাখার দশটি বৃহত্তম সেনা (পুলিশ ও সামরিক বিশেষজ্ঞসহ) হলেন ইথিওপিয়া (৮২২৯), ভারত (7665), পাকিস্তান (7135), বাংলাদেশ (6958), রুয়ান্ডা (6256), নেপাল (5158), বুর্কিনা ফাসো (2969), সেনেগাল (2847), ঘানা (2751), ইন্দোনেশিয়া (2719)। ২০০৮ সালের মার্চ অবধি, সামরিক ও পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি, 5187 international আন্তর্জাতিক বেসামরিক কর্মী, ২,০৩১ ইউএন স্বেচ্ছাসেবক এবং 12,036 local স্থানীয় বেসামরিক কর্মীরা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করেছেন। ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত, শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করার সময় ১০০ টিরও বেশি দেশ থেকে ৩,২৪৩ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে বেশিরভাগই ভারত (157), নাইজেরিয়া (142), পাকিস্তান (136), ঘানা (132), কানাডা (121), ফ্রান্স (110) এবং যুক্তরাজ্য (103) থেকে এসেছিলেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯5 সালের মধ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীকরণের প্রথম 55 বছরে 30 শতাংশ প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। উন্নত দেশগুলির তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলি শান্তিরক্ষায় অংশ নিতে ঝোঁক। এটি কিছুটা কারণেই হতে পারে কারণ ছোট দেশগুলি থেকে সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যবাদের চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েন প্রায় ৪.৫% সেনা ও বেসামরিক পুলিশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক শতাংশেরও কম।

সমালোচনা

শান্তিরক্ষা, মানব পাচার এবং জোর করে পতিতাবৃত্তি ১৯৯০ এর দশক থেকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতন থেকে শুরু করে পেডোফিলিয়া এবং মানব পাচার পর্যন্ত বহু অপব্যবহারের অভিযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কম্বোডিয়া, পূর্ব তিমুর এবং পশ্চিম আফ্রিকা থেকে অভিযোগ উঠেছে। বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় পতিত মহিলাদের সাথে যুক্ত পতিতাবৃত্তি আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে এবং প্রায়শই মার্কিন যৌগের ফটকগুলির বাইরে চালিত হয়। 2000 থেকে 2001 পর্যন্ত বসনিয়াতে আঞ্চলিক মানবাধিকার কর্মকর্তা ডেভিড ল্যাম্ব দাবি করেছিলেন, "মার্কিন শান্তিরক্ষা অভিযানের কারণে বসনিয়াতে যৌন দাসের বাণিজ্য মূলত বিদ্যমান। শান্তিরক্ষী উপস্থিতি না থাকলে বসনিয়ায় খুব কম বা কোনও জোর করে পতিতাবৃত্তি হত না। ” এছাড়াও, ২০০২ সালে মার্কিন হাউস রিপ্রেজেন্টেটিভের দ্বারা অনুষ্ঠিত শুনানিতে দেখা গেছে যে এসএফওআর এর সদস্যরা বসনিয় পতিতালয়গুলিতে ঘন ঘন আসছিল এবং পাচার হওয়া মহিলা এবং অপ্রাপ্ত বয়সী মেয়েদের সাথে যৌন সম্পর্কে জড়িত ছিল। জাতিসংঘের পরে কম্বোডিয়া, মোজাম্বিক, বসনিয়া এবং কসোভোতে পতিতাবৃত্তিতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল সাংবাদিকরা এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ন্যাটো শান্তিরক্ষী বাহিনী এগিয়ে চলেছে। ১৯৯ UN সালে জাতিসংঘের "দ্য ইমপ্যাক্ট অফ আর্মড কনফ্লিক্ট অফ চিলড্রেন" নামে অভিহিত জাতিসংঘের এক গবেষণায়, মোজাম্বিকের প্রাক্তন প্রথম মহিলা গ্রিয়া মাচেল নথিভুক্ত করেছেন: "বর্তমান প্রতিবেদনের জন্য প্রস্তুত সশস্ত্র সংঘাতের পরিস্থিতিতে শিশুদের যৌন শোষণের বিষয়ে দেশের ১২ টির মধ্যে 6 টিতে, শান্তিরক্ষী বাহিনীর আগমন শিশু পতিতাবৃত্তিতে দ্রুত বৃদ্ধির সাথে যুক্ত হয়েছে"। গীতা সহগল ২০০৪ সালে যেখানে মানবিক হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা চালানো হয় সেখানে পতিতাবৃত্তি ও যৌন নির্যাতনের ফসল জড়িত হওয়ার বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ

করেছিলেন যে "জাতিসংঘের কাছে বিষয়টি হ'ল দুর্ভাগ্যক্রমে শান্তিরক্ষী অভিযানগুলি অন্যান্য সামরিক বাহিনীর মতো কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। এমনকি অভিভাবকদেরও রক্ষা করতে হবে"। ২০০6 সালে জর্দানের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে জাতিসংঘে প্রিন্স জেইদ রায়েড জেইদ আল-হুসেনের তদন্তের ফলে একটি ব্যাপক প্রতিবেদনের ফলস্বরূপ প্রকাশিত হয়েছিল যা এই অপব্যবহারের কিছুটা বিশদভাবে বর্ণনা করেছে - বিশেষত এটি কঙ্গোর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ঘটেছিল। যৌন শোষণ ঘন ঘন পতিতাবৃত্তির আকারে আসে, যার মধ্যে কিছু অর্থ (প্রতি মুহূর্তে গড়ে $ 1- $ 3) যৌনতার বিনিময় হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে খাবার, বা চাকরিগুলি যৌনতার জন্য মহিলাদের চালিত করতে ব্যবহৃত হত। অন্যান্য যুবতী মহিলারা "ধর্ষণকে পতিতাবৃত্তির ছদ্মবেশে ছড়িয়ে দেওয়ার" কথা বলেছিলেন, সেখানে শান্তিরক্ষীরা তাদের ধর্ষণ করবে এবং এই আইনকে sensক্যবদ্ধ বলে মনে করার জন্য তাদের কিছু অর্থ বা খাবার দেওয়া হয়েছিল। ২০০৪ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যৌন শোষণের বাহাত্তর অভিযোগ ছিল 68 সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং 4 বেসামরিক কর্মীদের বিরুদ্ধে। 2004 এর শেষে মোট 105 টি অভিযোগ উঠবে। এই অভিযোগগুলির বেশিরভাগই ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তির সাথে যৌনতা (৪৫ শতাংশ) এবং প্রাপ্তবয়স্ক পতিতা (৩১ শতাংশ) এর সাথে যৌন সম্পর্ক সম্পর্কিত ছিল। ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন যথাক্রমে প্রায় 13 এবং 5 শতাংশ, অপরূপ যৌন শোষণের সাথে সম্পর্কিত 6% অভিযোগের সাথে। বেশিরভাগ অভিযোগ পাকিস্তান, উরুগুয়ে, মরোক্কো, তিউনিসিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নেপালের শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে ছিল।

প্রস্তাবিত সংস্কার ব্রাহিমী বিশ্লেষণ সমালোচনা, বিশেষত শান্তিরক্ষীদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, জাতিসংঘ তার কার্যক্রমের সংস্কারের দিকে পদক্ষেপ নিয়েছে। ভবিষ্যত শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য পূর্বের শান্তিরক্ষা মিশনগুলি পুনরুদ্ধার, ত্রুটিগুলি বিচ্ছিন্ন করা এবং এই ভুলগুলিকে ঠেকানোর পদক্ষেপ গ্রহণের অনেক পদক্ষেপের মধ্যে প্রথম ছিল ব্রাহিমি রিপোর্ট। জাতিসংঘ ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষী কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় এই অনুশীলনগুলি কার্যকর করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে। ডিপিকেও তার "পিস অপারেশনস ২০১০" সংস্কার এজেন্ডায় সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রযুক্তিগত দিকগুলি অবিরত এবং পুনর্জীবিত করেছে। এর মধ্যে কর্মীদের বৃদ্ধি, মাঠ ও সদর দফতরের কর্মীদের পরিষেবার শর্তাদির সমন্বয়, গাইডলাইন এবং মানক অপারেটিং পদ্ধতিগুলির বিকাশ এবং শান্তিরক্ষা পরিচালন অধিদফতর (ডিপিকেও) এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাকে উন্নত করা (ইউএনডিপি), আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। "জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অপারেশন: নীতি ও নির্দেশিকা" শিরোনামে ২০০৮ সালের একটি ক্যাপস্টোন মতবাদ ব্রাহিমি বিশ্লেষণকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তা তৈরি করে। ব্রাহিমি রিপোর্টটি যে প্রধান বিষয় চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল পিসকিপিং অপারেশনগুলির সমন্বয় ও পরিকল্পনার অভাব। এছাড়াও, পিসকিপিং অপারেশনগুলির উদ্দেশ্য এবং মিশনগুলির তহবিল নির্ধারিত সংস্থানগুলির মধ্যে পার্থক্য সুতরাং, প্রতিবেদনটি সুরক্ষা কাউন্সিলকে লক্ষ্যগুলি এবং সেগুলি সম্পাদনের জন্য সংস্থানগুলি পরিষ্কার করার জন্য বলেছে। ফিয়েরন এবং লইটিনের মতে, ব্রাহিমি রিপোর্ট সেক্রেটারি-জেনারেলকে সুরক্ষা কাউন্সিলের সাথে আলোচনা, লক্ষ্য, সেনা এবং সংস্থাগুলির এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি রাজনৈতিক সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। এই যন্ত্রটি বসনিয়া, সোমালিয়া এবং সিয়েরা লিওনের মতো মিশনে উপস্থাপিত আন্ডারফান্ডিংয়ের মামলাগুলি এড়াতে চেষ্টা করে। ক্রিস্টিন গ্রে ব্রাহিমি রিপোর্টের সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এই সুপারিশগুলি বাস্তবায়নে অসুবিধা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষত, সুরক্ষা কাউন্সিলের আদেশ ও বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত প্রকৃত সংস্থানগুলির মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করতে